যুগান্তর

তারিখ ... 27 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৫

তিস্তায় পানি বৃদ্ধির ফলে ভাঙনের মুখে পড়ে দেবে গেছে নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার চরখড়িবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন যুগান্তর

তিস্তায় ভাঙনের তীব্রতা বৃদ্ধি দেবে গেছে স্কুলভবন

ডিমলা প্রতিনিধি

উজানের ঢলে তিস্তার পানি বিপদসীমার নিচে নেমে আসলেও ভাঙনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রোববার দুপুর থেকে টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি ক্লাসরুম দেবে যেতে শুরু করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি রক্ষায় জরুরিভিত্তিতে বালুর বস্তা ও বাঁশের পাইলিং করার জন্য উপজেলা কর্মকর্তা নির্দেশ দিলেও বন্যার কারণে সম্ভব হয়ে উঠছে না। বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তা বিলীন হওয়ার পর পুরাতন ভবন দেবে যাচ্ছে। 'দুই দিন আগত এইখানে মোর সোনার সংসার আছিল। সর্বনাশা রাক্ষুসী তিস্তা নদী মোর (আমার) সাজানো বাড়ি-ঘর ফমলি জমি গিল্লা খাইলো। এহন পরিবার-পরিজন নিয়া মাথাগুজার ঠাঁই লইছি খোলা আকাশত। অ্যালা কুলকিনারা খুঁজি পাওনা বাহে।' কথাগুলো বলছিল তিস্তার ভাঙনের শিকার নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার টেপাখড়িবাড়ি ইউনিয়নের চরখড়িবাড়ি গ্রামের শত শত পরিবার। নদী ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে আজ দিশেহারা এসব পরিবার পড়েছে মহাবিপদে। ইতিমধ্যে এ ইউনিয়নের নদী ভাঙনের শিকার হয়ে সহায়-সম্বল হারিয়েছে ৬১০টি পরিবার। রোববার একই এলাকার আরাজুল ইসলাম (৫০) জানান, প্রতি বছরই নদী ভাঙছে। কিন্তু স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। তারা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আমরা এখন রিলিফ চাই না, নদী ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা চাই। টেপাখড়িবাড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের স্থানীয় ইউপি সদস্য সাইদুল ইসলাম সাধু জানান, গত দুই দফায় তিস্তার উজানের ঢলের তাণ্ডবে তিনটি ওয়ার্ডের ৬টি গ্রাম যথাক্রমে চরখড়িবাড়ি, মধ্য চড়খড়িবাড়ি পূর্বখড়িবাড়ি, টাপুরচর, ঝিঞ্জিরপাড়া ও মেহেরটারী পুরাতন টাপুরচর তছনছ হয়ে গেছে। গৃহহীন হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। কর্মহীন, গৃহহীন এসব পরিবার ঘরবাড়ি ভেঙে নিয়ে খোলা আকাশে আশ্রয় নিয়েছে। এই ইউনিয়নের দুই নম্বর ওয়ার্ডের ইউডি সদস্য গোলাম রব্বানী জানান, তিস্তা নদী হঠাৎ গতিপথ পরিবর্তন করে চরখড়িবাড়ি দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এখানকার স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত এক হাজার মিটার বালির বাঁধটি সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। বাঁধটি বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৬টি গ্রাম তছনছ করে দিয়েছে তিস্তা। বিলীন হতে বসেছে মধ্য-চরখড়িবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন পাকা ভবনের ২টি রুম।